সূরা ও আয়াতের
সূচী

সূরা আল মুলক		পৃষ্ঠা– ৪৩-৬২
আয়াত ঃ	১-৫	৪৫
আয়াত ঃ	৬-১১	৫০
আয়াত ঃ	১২-১৫	৫৩
আয়াত ঃ	১৬-১৯	৫৫
আয়াত ঃ	২০-২৭	৫৮
আয়াত ঃ	২৮-৩০	৬২
সূরা আল ক্বালাম		পৃষ্ঠা– ৬৩-১০৩
আয়াত ঃ	১-৭	৬৩
আয়াত ঃ	৮-১৬	৭৩
আয়াত ঃ	১৭-৩৩	৮২
আয়াত ঃ	৩৪-৪১	৮৬
আয়াত ঃ	৪২-৪৭	৮৮
আয়াত ঃ	৪৮-৫২	৯২
সূরা আল হাক্কাহ		পৃষ্ঠা– ১০৪-১২৫
আয়াত ঃ	১-১২	১০৪
আয়াত ঃ	১৩-১৮	১১১
আয়াত ঃ	১৯-২৪	১১৫
আয়াত ঃ	২৫-৩৭	১১৮
আয়াত ঃ	৩৮-৪৩	১২১
আয়াত ঃ	৪৪-৫২	১২৪
সূরা আল মায়ারেজ		পৃষ্ঠা– ১২৬-১৪৭
আয়াত ঃ	১-৭	১২৬
আয়াত ঃ	৮-১৮	১৩৪
আয়াত ঃ	১৯-৩৫	১৩৮
আয়াত ঃ	৩৬-৪৪	১৪২
সূরা নূহ		পৃষ্ঠা– ১৪৮-১৬২
আয়াত ঃ	১-৪	১৪৮
আয়াত ঃ	৫-২০	১৫১
আয়াত ঃ	২১-২৪	১৫৬
আয়াত ঃ	২৫-২৮	১৬০
সূরা আল জ্বিন		পৃষ্ঠা– ১৬৩-১৮৩
আয়াত ঃ	১-৭	১৬৩
আয়াত ঃ	৮-১০	১৬৮
আয়াত ঃ	১১-১৭	১৭১
আয়াত ঃ	১৮-২৪	১৭৫
আয়াত ঃ	২৫-২৮	১৮০
সূরা আল মোযযাম্মেল		পৃষ্ঠা– ১৮৪-২০৫
আয়াত ঃ	১-৯	১৮৫
আয়াত ঃ	১০-১৮	১৯৭
আয়াত ঃ	১৯-২০	২০১
সূরা আল মোদ্দাসসের		পৃষ্ঠা– ২০৬-২৩২
আয়াত ঃ	১-১০	২০৬
আয়াত ঃ	১১-৩০	২১৪
আয়াত ঃ	৩১-৩৭	২২১
আয়াত ঃ	৩৮-৫৬	২২৯
সূরা আল ক্বেয়ামাহ		পৃষ্ঠা– ২৩৩-২৫৩
আয়াত ঃ	১-১৫	২৩৩
আয়াত ঃ	১৬-২৫	২৪০
আয়াত ঃ	২৬-৪০	২৪৭
সূরা আদ দাহর		পৃষ্ঠা– ২৫৪-২৭৪
আয়াত ঃ	১-৩	২৫৪
আয়াত ঃ	৪-১২	২৫৮
আয়াত ঃ	১৩-২২	২৬৫
আয়াত ঃ	২৩-৩১	২৭১
সূরা আল মোরসালাত		পৃষ্ঠা– ২৭৫-২৮৮
আয়াত ঃ	১-১৫	২৭৬
আয়াত ঃ	১৬-২৮	২৮১
আয়াত ঃ	২৯-৪০	২৮৩
আয়াত ঃ	৪১-৫০	২৮৬
সূরা আন নাবা		পৃষ্ঠা– ২৮৯-৩০৬
আয়াত ঃ	১-১৬	২৮৯
আয়াত ঃ	১৭-৩০	২৯৪
আয়াত ঃ	৩১-৩৬	৩০০
আয়াত ঃ	৩৭-৪০	৩০২
সূরা আন নাযেয়াত		পৃষ্ঠা– ৩০৭-৩২০
আয়াত ঃ	১-১৪	৩০৭
আয়াত ঃ	১৫-২৬	৩১৩
আয়াত ঃ	২৭-৩৩	৩১৫
আয়াত ঃ	৩৪-৪৬	৩১৮
সূরা আবাসা		পৃষ্ঠা– ৩২১-৩৩৬
আয়াত ঃ	১-১৬	৩২১
আয়াত ঃ	১৭-৩২	৩২৬
আয়াত ঃ	৩৩-৪২	৩৩৩
সূরা আত তাকওয়ীর		পৃষ্ঠা– ৩৩৭-৩৫৭
আয়াত ঃ	১-১৪	৩৩৭
আয়াত ঃ	১৫-২৯	৩৫০
সূরা আল এনফেতার		পৃষ্ঠা– ৩৫৮-৩৬৬
আয়াত ঃ	১-১২	৩৫৯
আয়াত ঃ	১৩-১৯	৩৬৫

সূরা মোতাফ্‌ফেফীন	পৃষ্ঠা– ৩৬৭-৩৮৩
আয়াত ঃ ১-৬	৩৬৭
আয়াত ঃ ৭-১৭	৩৭৩
আয়াত ঃ ১৮-২৮	৩৭৮
আয়াত ঃ ২৯-৩৬	৩৮২
সূরা আল এনশেক্বাক	পৃষ্ঠা– ৩৮৪-৩৯৭
আয়াত ঃ ১-১৫	৩৮৫
আয়াত ঃ ১৬-২৫	৩৯০
সূরা আল বুরুজ	পৃষ্ঠা– ৩৯৮-৪১৬
আয়াত ঃ ১-১০	৩৯৯
আয়াত ঃ ১১-২২	৪১৪
সূরা আত তারেক	পৃষ্ঠা– ৪১৭-৪২২
আয়াত ঃ ১-১০	৪১৮
আয়াত ঃ ১১-১৭	৪২১
সূরা আল আ'লা	পৃষ্ঠা– ৪২৩-৪৩৩
আয়াত ঃ ১-১৩	৪২৫
আয়াত ঃ ১৪-১৭	৪৩০
সূরা আল গাশিয়াহ	পৃষ্ঠা– ৪৩৪-৪৪৩
আয়াত ঃ ১-৭	৪৩৪
আয়াত ঃ ৮-১৬	৪৩৬
আয়াত ঃ ১৭-২৬	৪৩৯
সূরা আল ফজর	পৃষ্ঠা– ৪৪৪-৪৬৫
আয়াত ঃ ১-১৪	৪৪৫
আয়াত ঃ ১৫-২০	৪৫৮
আয়াত ঃ ২১-৩০	৪৬০
সূরা আল বালাদ	পৃষ্ঠা– ৪৬৬-৪৮০
আয়াত ঃ ১-১০	৪৬৬
আয়াত ঃ ১১-২০	৪৭২
সূরা আশ শামস	পৃষ্ঠা– ৪৮১-৪৮৯
আয়াত ঃ ১-৯	৪৮১
আয়াত ঃ ১০-১৫	৪৮৮
সূরা আল লায়ল	পৃষ্ঠা– ৪৯০-৫০৩
আয়াত ঃ ১-১০	৪৯০
আয়াত ঃ ১১-২১	৫০০
সূরা আদ দোহা	পৃষ্ঠা– ৫০৪-৫১৩
আয়াত ঃ ১-১১	৫০৫
সূরা আল এনশেরাহ	পৃষ্ঠা– ৫১৪-৫২২
আয়াত ঃ ১-৮	৫১৪
সূরা আত তীন	পৃষ্ঠা– ৫২৩-৫২৬
আয়াত ঃ ১-৮	৫২৩
সূরা আল আলাক্ব	পৃষ্ঠা– ৫২৭-৫৩৪
আয়াত ঃ ১-৫	৫২৭
আয়াত ঃ ৬-১৯	৫৩০
সূরা আল ক্বদর	পৃষ্ঠা– ৫৩৫-৫৫৪
আয়াত ঃ ১-৫	৫৩৫
সূরা আল বাইয়্যেনাহ	পৃষ্ঠা– ৫৫৫-৫৬৩
আয়াত ঃ ১-৫	৫৫৮
আয়াত ঃ ৬-৮	৫৬২
সূরা আয যেলযাল	পৃষ্ঠা– ৫৬৪-৫৭৩
আয়াত ঃ ১-৮	৫৬৬
সূরা আল আদিয়াত	পৃষ্ঠা– ৫৭৪-৫৭৮
আয়াত ঃ ১-১১	৫৭৪
সূরা আল ক্বারিয়াহ	পৃষ্ঠা– ৫৭৯-৫৮৩
আয়াত ঃ ১-১১	৫৭৯
সূরা আত তাকাছুর	পৃষ্ঠা– ৫৮৪-৫৯৩
আয়াত ঃ ১-৮	৫৮৪
সূরা আল আসর	পৃষ্ঠা– ৫৯৪-৫৯৫
আয়াত ঃ ১-৩	৫৯৫
সূরা আল হুমাযাহ	পৃষ্ঠা– ৫৯৬-৫৯৮
আয়াত ঃ ১-৯	৫৯৬
সূরা আল ফীল	পৃষ্ঠা– ৫৯৯-৬১২
আয়াত ঃ ১-৫	৫৯৯
সূরা কোরায়শ	পৃষ্ঠা– ৬১৩-৬১৬
আয়াত ঃ ১-৪	৬১৪
সূরা আল মাউন	পৃষ্ঠা– ৬১৭-৬২৪
আয়াত ঃ ১-৭	৬১৭
সূরা আল কাওসার	পৃষ্ঠা– ৬২৫-৬৩৫
আয়াত ঃ ১-৩	৬২৫
সূরা আল কাফেরূন	পৃষ্ঠা– ৬৩৬-৬৪১
আয়াত ঃ ১-৬	৬৩৮
সূরা আন নাসর	পৃষ্ঠা– ৬৪২-৬৪৮
আয়াত ঃ ১-৩	৬৪৩
সূরা লাহাব	পৃষ্ঠা– ৬৪৯-৬৫৪
আয়াত ঃ ১-৫	৬৪৯
সূরা আল এখলাস	পৃষ্ঠা– ৬৫৫-৬৭১
আয়াত ঃ ১-৪	৬৬৮
সূরা আল ফালাক্ব, আন নাস	পৃষ্ঠা– ৬৭২-৬৮৭
আয়াত ঃ ১-৫	৬৭৮
সূরা আন নাস	
আয়াত ঃ ১-৬	৬৮৪

সূরা আল মুল্‌ক

আয়াত ৩০, রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, পর্যায়ক্রমে হাজ্জাজ ইবনে মোহাম্মদ ও ইবনে জা'ফর, শো'বা, কাতাদা, আব্বাস আল জুশামী (র.)-এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোরআন মজীদে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট এমন একটি সূরা আছে, যা পাঠকারীর জন্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে সুপারিশ করবে। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সূরাটি হলো 'সূরা মুলক'। সুনান গ্রন্থ সংকলক– ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) শো'বা (র.)-এর সূত্রে আলোচ্য হাদীস এরকমই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি 'হাসান'।

ইমাম তাবারানী ও হাফেয যিয়া আল মাকদেসী (র.) পর্যায়ক্রমে সালাম ইবনে মিসকীন, ছাবেত (র.)-এর সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোরআন মাজীদে এমন একটি সূরা আছে, যা তার তেলাওয়াতকারীর পক্ষ হয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে বাকবিতণ্ডা করবে, এমনকি ঐ তেলাওয়াতকারীকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। সে সূরাটি হলো 'সূরা মুল্‌ক'।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, পর্যায়ক্রমে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবুশ শাওয়ারেব, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মালেক আন নোকরী, তার পিতা মালেক আন নোকরী, আবুল জাওযা (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী কোনো এক বনে তাঁবু ফেলে। তিনি জানতেন না এটা মানুষের কবর। কবরে এক লোক 'সূরা মুলক' তেলাওয়াত করছে। এমনকি সে সূরাটি শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে। ফিরে এসে সে সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘটনা অবহিত করলে তিনি বললেন, সূরাটি 'প্রতিরোধকারী' ও 'মুক্তিদানকারী'। এ সূরা তার তেলাওয়াতকারীকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দান করে।' ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি 'গরীব'। এ অধ্যায়ে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে এমন আরেকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

অতপর ইমাম তিরমিযী (র.) পর্যায়ক্রমে লায়ছ ইবনে আবু সোলায়ম, আবু যোবায়র (র.)-এর সূত্রে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলিফ লাম মীম তানযীল' (আলিফ লাম মীম সাজদা) ও 'তাবারাকাল্লাযী' না পড়ে কখনো ঘুমাতেন

কাছে গিয়ে বলবে, অমুক ব্যক্তি তোমার কিতাব থেকে আমাকে শিখেছে এবং আমাকে তেলাওয়াত করেছে। আমি তার অন্তরে থাকাকালীন তুমি কি তাকে আগুন দিয়ে জ্বালাবে এবং তাকে শাস্তি দেবে? যদি তুমি তা করতে চাও তবে তোমার কিতাব থেকে আমাকে মিটিয়ে ফেলো। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি রাগান্বিত হয়েছো? সূরাটি বলবে, আমার রাগ করার অধিকার আছে। আল্লাহ বলবেন, যাও, আমি তেমার সুপারিশ গ্রহণ করলাম। আবার সূরাটি এসে কবরের সে ফেরেশতাকে হাঁকিয়ে বের করে দেবে। অতপর সে মৃত ব্যক্তির মুখে মুখ রেখে বলবে, ধন্যবাদ তোমার, তুমি আমাকে তেলাওয়াত করেছিলে। ধন্যবাদ তোমার বক্ষের, যে আমাকে সংরক্ষণ করে রেখেছে। ধন্যবাদ এ পদযুগলের, যে আমাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এভাবে সে সূরাটি মৃত ব্যক্তিকে কবরের পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখবে। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন ছোটো বড়ো, গোলাম ও আযাদ সকলেই এ সূরাটি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাকে 'মুনজিয়া' (নাজাত দানকারী) নামকরণ করেন।

আমার (ইবনে কাছীর র.) মতে, এ হাদীস অত্যন্ত 'মোনকার'। আর রাবী ফোরাত ইবনে সায়েব (র.)-কে ইমাম আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন, বোখারী, আবু হাতেম, দারা কুতনী (র.) প্রমুখ দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

ইবনে আসাকের (র.) অন্য সূত্রে যুহরী (র.) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (র.) তার 'ইছবাতু আযাবিল কবর' কিতাবে সাহাবী ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে 'মাওকূফ ও মারফূ' উভয়ভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেন, যা এ হাদীসের জন্যে 'শাহেদ' হয়। আমি এ ব্যাপারে 'আহকামে কোবরা' কিতাবের 'জানাযা অধ্যায়ে' বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা ও করুণা আল্লাহর জন্যে।

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿۱﴾ الَّذِىْ
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲﴾ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ

১. (কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব, (সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান, ২. যিনি মৃত্যু ও জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন যে, কর্মক্ষেত্রে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল, ৩. যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন, একটার ওপর আরেকটা (স্থাপন করেছেন); অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার (নিপুণ) সৃষ্টির কোথাও তুমি কোনো খুঁত